সংবাদ

তারিখ 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনে এক সঙ্গে সিম্ফনি আইসিটি মন্ত্রণালয়

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেদক

খুব শীঘ্রই হয়ত দেখা যাবে যে আমাদের দেশের স্কুলের শিক্ষার্থীরা কাঁধে বিশাল বই এর ব্যাগের পরিবর্তে ক্লাস রুমে প্রবেশ করছে বিশেষ ধরনের শিক্ষামূলক স্মার্ট ডিভাইস নিয়ে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইয়ের মাল্টিমিডিয়া ভার্সন থাকবে সিম্ফনি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই বিশেষ ডিভাইসটিতে।

গত ২৩ জানুয়ারি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রকল্প সম্পর্কিত এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান, সিম্ফনি মোবাইল এর সেলস ডিরেক্টর রেজওয়ানুল হক সহ সিম্ফনির আরও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রচলিত কাগজের বইয়ের অনেক সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যাবে এই শিক্ষামূলক ডিভাইস এর কল্যাণে। বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলো অ্যানিমেটেড হওয়ায় এবং শব্দ সুবিধা সংবলিত থাকার কারণে এই ডিভাইসটি শিক্ষা গ্রহণে ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ এবং আনন্দ বাড়িয়ে দিবে বহুমাত্রায়। এই ডিভাইস এর কল্যাণে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠবে। যার ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে খুব সহজেই অবদান রাখতে পারবে আমাদের নতুন প্রজন্ম।

শিক্ষকদের জন্যও বিশেষভাবে সহায়ক হবে এই ডিভাইসটি। ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির কল্যাণে শিক্ষক তার ডিভাইসটি সংযুক্ত করতে পারবেন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ডিভাইসের সাথে এবং সব শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বা ক্লাসের অনুশীলন চেক করতে পারবেন নিজের ডিভাইস থেকে। এর ফলে একজন শিক্ষক অল্প সময়ে অধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে পারবেন এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে পারবেন। তাছাড়া প্রতি বছর পাঠ্য বই মুদ্রণে যে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় হয় তাও সাশ্রয় হবে এই ডিভাইসগুলোর কল্যাণে। সিম্ফনি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগের এই প্রকল্পটিতে কনটেন্ট পার্টনার হিসেবে থাকছে স্মার্ট স্টার্ট। ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রথম শ্রেণীর সব বই মাল্টিমিডিয়া ভার্সনে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলোও এই ডিভাইসে ব্যবহারের উপযোগী করে রূপান্তর করা হবে।